গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট কর্তৃক প্রেরিত সংস্কারমূলক সুপারিশসমূহ

সুশাসন নিশ্চিতকরণে সংস্কার সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণ জিআইইউ এর কর্মপরিধির অন্যতম প্রধান কার্যক্রম। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পূর্ববর্তী সময়ের ধারাবাহিকতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরেও জিআইইউ বেশ কিছু সংস্কারমূলক প্রস্তাব সুপারিশ আকারে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরণ করে। এ প্রস্তাবসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু প্রস্তাব নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল।

১. সংস্কার ব্যবস্থাপনা ইউনিট (Reform Management Unit) সৃজন সংক্রান্ত প্রস্তাব:

সময়ের অগ্রগতির সাথে বহুমাত্রিক পরিবর্তনের সাথে সরকারকে সার্বক্ষণিক খাপ খাওয়াতে হচ্ছে। এ পরিবর্তনের অন্যতম অনুসঙ্গ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি), ইস্তাম্বুল প্ল্যান অব একশন ইত্যাদি। অভিনব ধরনের এ সমস্ত উন্নয়ন এজেন্ডার পাশাপাশি বিভিন্ন সংস্কারমূলক/ সৃজনশীল কাজ, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (National Integrity Strategy-NIS), অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (Grievance Redress System-GRS) ইত্যাদি বাস্তবায়নে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/ বিভাগে ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ করা হয়। তারা নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে এ কাজসমূহ সম্পাদন করে থাকেন; ফলে এ কাজগুলো অনেক সময় যথাযথ গুরুত্বের সাথে বাস্তবায়িত হয় না। তাছাড়া এ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা বদলি হয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক তথ্যের (Institutional Memory) ঘাটতি হওয়ায় গুরুত্বপূর্ণ এ কার্যক্রমে বিঘ্নিত হয়। এছাড়া আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ফলে জনসাধারণের চাহিদা পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্রমবর্ধমান এ চাহিদা পূরণে কার্যকর সামর্থ্য অর্জনের লক্ষ্যে গবেষণা, তথ্য বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে নিত্য নতুন সংস্কার সম্ভাবনা অন্বেষণের কোন বিকল্প নেই। বর্তমানে এরূপ গবেষণাধর্মী কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য কোন সুনির্দিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো মন্ত্রণালয়/ বিভাগে বিদ্যমান নেই। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিবর্তনের সঙ্গে কার্যকরভাবে সরকারের সামর্থ্য অর্জনে যথাযথ ও চাহিদা ভিত্তিক এবং সৃজনশীল কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক।

এ বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি বিশেষায়িত কার্যক্রম পরিচালনা করার স্বার্থে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/ বিভাগে সৃজনশীল (Creative) ও উদ্ভাবনী (Innovative) এবং সংস্কার কার্যক্রম চিহ্নিতকরণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং পরিবর্তনের এজেন্ট (Change Agent) হিসেবে নির্দিষ্টভাবে কার্যক্রম পরিচালনায় সরকারের সামর্থ্য বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে জিআইইউ প্রতিটি মন্ত্রণালয়/ বিভাগে একটি সংস্কার ব্যবস্থাপনা ইউনিট (Reform Management Unit) সৃজনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/ বিভাগে একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে একটি ইউনিট সৃজনের একটি প্রস্তাব জিআইইউ থেকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয় (০৩.০৯২.০০২.০০.০০.০১৩.২০১৬-১০৪; তারিখ: ১৪.০৩.২০১৭)। এ ইউনিটের অধীন দুটি টিম গঠনের প্রস্তাব প্রদান করা হয়েছে - ১) নীতি ও কাঠামোগত সংস্কার টিম (Policy and Structural Reform Team), ও ২) আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী ব্যবস্থাপনা টিম (Global Issues Management Team)।

২. সরকারি দপ্তরে সংরক্ষিত তথ্য সেবাগ্রহীতার নিকট থেকে না চাওয়া সংক্রান্ত সুপারিশ:

সেবা প্রক্রিয়া সহজকরণে গবেষণামূলক প্রয়াসের ফলে জিআইইউ-এর দৃষ্টিগোচর হয় যে, সরকারি দপ্তরসমূহে রক্ষিত আছে, এমন তথ্য/ দলিল অনেক ক্ষেত্রেই সেবাগ্রহীতাদের নিকট থেকে চাওয়া হয়। এর ফলে সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রেই সাধারণ নাগরিক

ভোগান্তির শিকার হন অথবা সেবা গ্রহণ দুরূহ ও সময়সাপেক্ষ হয়ে পড়ে। এটি অত্যন্ত যৌক্তিক যে, কোন সরকারি দপ্তরের নিকট যে তথ্য/ দলিল সংরক্ষিত আছে অথবা অনলাইনে অন্য সরকারি দপ্তর থেকে যাচাই করা সম্ভব, কোন সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতার নিকট থেকে তা পুনরায় না চেয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তর সংরক্ষিত দলিল থেকেই (অথবা অনলাইনের মাধ্যমে) তা যাচাইপূর্বক চাহিত সেবা প্রদান করবে। এ প্রস্তাবটির যথাযথতা বিবেচনায় এ বিষয়ে জিআইইউ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বরাবর একটি পত্র (০৩.০৯২.০০.০০.০৩৪ (অংশ ৩).২০১৪-৫৫২, তারিখ: ২০.০৯.২০১৬) প্রেরণ করে। এ পত্রে নিম্নোক্ত সুপারিশ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অনুরোধ করা হয়:

"কোন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সরকারি দপ্তর/ সংস্থা/ অধস্তন: অফিসে পাবলিক ডকুমেন্ট হিসেবে যে সকল কাগজপত্র সংরক্ষিত থাকে এবং on line এ অপর সরকারি অফিস থেকে যে সকল কাগজপত্র যাচাই করা সম্ভব, তা সেবা গ্রহণকারীর নিকট থেকে চাওয়া যাবেনা।"

এ সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ বরাবর এ বিষয়টি অনুসরণ করার জন্য এবং আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থাকে নির্দেশ প্রদানের জন্য অনুরোধ জানিয়ে একটি পত্র (০৪.০০.০০০০.৮৩১.৪৫.০০১.১৫.২৮২, তারিখ: ২১.১১.২০১৬) জারি করেছে।

৩. জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে পাক্ষিক/ মাসিক রিপোর্ট অনলাইনে প্রেরণ সংক্রান্ত সুপারিশ:

জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে প্রতিমাসে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়সহ বেশ কিছু মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন পাঠাতে হয়। ডাকযোগে বা জরুরি প্রয়োজনে বাহক মারফত এ প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হয়, যা সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল। এ সকল প্রতিবেদনের হার্ড কপি সংকলন করতেও সময়ের পাশাপাশি অন্যান্য সম্পদ ব্যয় করতে হয়। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়সমূহ বেশ কয়েকবছর যাবৎ a2i প্রকল্প ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সহায়তায় ইলেক্ট্রনিক নথির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া জাতীয় তথ্য বাতায়নের আওতায় সকল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ওয়েবসাইট রয়েছে। কাজেই জেলা প্রশাসকবৃন্দ গোপনীয় পাক্ষিক প্রতিবেদন ব্যতীত অন্য সকল পাক্ষিক/ মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে আপলোড করতে পারেন অথবা ই-নথি সিস্টেমের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরণ করতে পারেন। এর ফলে একদিকে যেমন সময় ও ব্যয় সাশ্রয় করা সম্ভব হবে, অপরদিকে জেলা প্রশাসনের তথ্য প্রযুক্তির সক্ষমতাও বৃদ্ধি পাবে। এ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে জিআইইউ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বরাবর একটি পত্র (০৩.০৯২.০০.০০.০৩৪ (অংশ ৩).২০১৪-৬৩৫, তারিখ: ১৪.১১.২০১৬) প্রেরণ করে। উক্ত পত্রে নিম্নোক্ত সুপারিশ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অনুরোধ করা হয়:

"গোপনীয় পাক্ষিক প্রতিবেদন ব্যতীত অন্যান্য পাক্ষিক/ মাসিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করবে অথবা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে ই-মেইলযোগে প্রেরণ করবে। কোন হার্ড কপি প্রেরণ করা হবে না।"

এ সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সকল বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক বরাবর এ সংক্রান্ত একটি পত্র (০৪.০০.০০০০.৮৩১.৪৫.০০১.১৫.৩০৫, তারিখ: ১৫.১২.২০১৬) জারি করে। উক্ত পত্রে এই মর্মে নির্দেশনা জারি করা হয় যে, "বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে পাক্ষিক গোপনীয় রিপোর্ট ব্যতীত অন্যান্য পাক্ষিক/ মাসিক রিপোর্টসমূহ স্বীয় কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে নিয়মিত আপলোড করতে হবে এবং নির্ধারিত ইমেইলে মন্ত্রণালয়/ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। কোন হার্ড কপি প্রেরণ করা যাবেনা।"

৪. বিএমএ প্রশিক্ষণ কোর্সে পুরুষ কর্মকর্তার পাশাপাশি মহিলা কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান সংক্রান্ত সুপারিশ:

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ইনোভেশন টিমের ২৩ তম সভায় জিআইইউ'র পক্ষ থেকে 'বিসিএস ক্যাডারভুক্ত নারী কর্মকর্তাদের জন্য বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমিতে বেসিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ' সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। উক্ত প্রস্তাবের বিষয়ে এই মর্মে আলোচনা হয় যে, বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারভুক্ত নবীন পুরুষ কর্মকর্তাগণ বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমিতে ৪২ দিন মেয়াদী একটি মৌলিক (বিএমএ প্রশিক্ষণ) পেয়ে থাকেন। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ পুরুষ কর্মকর্তাগণের জন্য বাধ্যতামূলক, কিন্তু একই ক্যাডারভুক্ত নারী কর্মকর্তাগণের জন্য এ প্রশিক্ষণ গ্রহণের কোন সুযোগ নেই। বর্তমানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে মহিলারা নিয়মিত কমিশন র‍্যাংকে প্রবেশ করছেন। এছাড়া বিসিএস (পুলিশ) ক্যাডারেও দীর্ঘদিন যাবৎ মহিলা কর্মকর্তাগণ প্রবেশ করছেন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বিসিএস (পুলিশ) ক্যাডারের মহিলা কর্মকর্তাগণ বিএমএ প্রশিক্ষণের চেয়ে দীর্ঘমেয়াদী ও শ্রমসাধ্য প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে থাকেন। কাজেই বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের নবীন মহিলা কর্মকর্তাগণকে বিএমএ প্রশিক্ষণ থেকে বিরত রাখার কোন যৌক্তিকতা আছে বলে প্রতীয়মান হয়না। অধিকন্তু, বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে ক্রমান্বয়ে মহিলা কর্মকর্তাবৃন্দের অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের সামগ্রিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যই মহিলা কর্মকর্তাদের বিএমএ প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন।

উপর্যুক্ত আলোচনার যৌক্তিকতা বিবেচনায় জিআইইউ এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বরাবর একটি পত্র (০৩.০৯২.০০.০০.০৩৪ (অংশ ৩).২০১৪-৬৩৬, তারিখ: ১৪.১১.২০১৬) প্রেরণ করে। উক্ত পত্রে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারভুক্ত নবীন নারী কর্মকর্তাগণকে বিএমএ প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়টি পরীক্ষান্তে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়।

এ সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বিসিএস ও বিজেএস মিলিটারী ওরিয়েন্টেশন ট্রেনিং (বিএমএ) প্রশিক্ষণ কোর্সে পুরুষ কর্মকর্তাগণের পাশাপাশি মহিলা কর্মকর্তাগণকে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদানের অনুরোধ জানিয়ে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ বরাবর একটি পত্র (০৫.২০১.০০০০.০২৫.০১৭.২০১৪-২৯৯, তারিখ: ০৭-০৮-২০১৬) প্রেরণ করে। পরবর্তীতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় জিআইইউ কে আরেকটি পত্রের মাধ্যমে (০৫.২০১.০০০০.০২৫.০১৭.২০১৪-৩১, তারিখ: ১৬-০১-২০১৭) এ বিষয়ে অগ্রগতি অবহিত করে। উক্ত পত্র মারফত জানা যায় যে, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ উল্লিখিত সুপারিশের সাথে একমত পোষণ করে পরবর্তীতে অনুষ্ঠেয় বিসিএস ও বিজেএস মিলিটারী ওরিয়েন্টেশন ট্রেনিং (বিএমএ) প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রাথমিকভাবে ১০ (দশ) জন করে মহিলা কর্মকর্তাকে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করবেন মর্মে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে অবহিত করেছে। এর ধারাবাহিকতায় ৬৯ তম বিএমএ কোর্সে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ৭ জন এবং বিসিএস (আনসার) ক্যাডারের ৩ জন নারী কর্মকর্তাকে মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে এবং উক্ত প্রশিক্ষণ গত ৫ মার্চ ২০১৭ তারিখ থেকে শুরু হয়েছে।

৫. বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের চাকুরি স্থায়ীকরণ প্রক্রিয়া সহজকরণ সংক্রান্ত সুপারিশ:

বর্তমানে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাকে চাকুরী স্থায়ীকরণের জন্য নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রসহ আবেদন করতে হয়:

১. ০২ বছর পূর্তিতে আবেদন;
২. বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার প্রমাণপত্র (গেজেটের সত্যায়িত কপি);
৩. বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ সনদের সত্যায়িত কপি;
৪. ট্রেজারি প্রশিক্ষণ সনদের সত্যায়িত কপি;
৫. কেস নথি টিকা টিপ্পনী সন্তোষজনকভাবে সমাপ্তকরণ সনদের সত্যায়িত কপি;
৬. On the Job Training সমাপনী সনদ;
৭. নিয়োগ প্রজ্ঞাপনের সত্যায়িত অনুলিপি;
৮. পরিচিতি নম্বর সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনের সত্যায়িত অনুলিপি
৯. সকল শিক্ষাগত সনদপত্রের সত্যায়িত অনুলিপি
১০. বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে ন্যস্তকরণ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনের সত্যায়িত অনুলিপি
১১. বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন প্রেরণের সত্যায়িত অনুলিপি

উপরে যে সকল কাগজপত্রের উল্লেখ করা হয়েছে তন্মধ্যে ক্রমিক ৭, ৮ ও ১০ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে জারিকৃত। এছাড়া ক্রমিক ২, ৩ ও ৫ এর তথ্য প্রশাসনিকভাবেই জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় অবগত। অথচ চাকুরি স্থায়ীকরণ প্রত্যাশী প্রত্যেক কর্মকর্তার কাছ থেকে এ ধরনের তথ্য চেয়ে সকলের কাজের এবং মন্ত্রণালয়ে কাগজপত্রের বোঝা বৃদ্ধি করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২১ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে জারীকৃত স্মারক নং ২৮২.১৫.০০১.৪৫.৮৩১.০০০০.০০.০৪-অনুযায়ী যে সকল কাগজপত্র কোন অফিসের কাছে থাকবে বা অনলাইনে যাচাই করা যাবে সেগুলো সেবাগ্রহীতার নিকট থেকে চাওয়া যাবেনা। এমতাবস্থায় উল্লিখিত ক্রমিক ২, ৩, ৫, ৭, ৮ ও ১০ এ বর্ণিত কাগজপত্র আবেদনকারীর নিকট থেকে না নিয়ে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের চাকুরী স্থায়ীকরণের সেবাটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সহজ করতে পারে মর্মে একটি সুপারিশ জিআইইউ থেকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয় ()।

৬. পার্বত্য, দুর্গম এবং নবসৃষ্ট উপজেলায় কর্মকর্তা পদায়নে আমব্রেলা নীতিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত সুপারিশ:

দেশের সকল এলাকার উন্নয়নে সমতা আনয়নের জন্য অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ এলাকা বেশি গুরুত্ব পাবে এটিই স্বাভাবিক। সরকার শিল্প নীতিসহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক পলিসিতে অনুন্নত এলাকায় বিনিয়োগ আকর্ষণে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের একটি অন্যতম থিম হচ্ছে 'To leave no one behind'। শুধুমাত্র শিল্প বা অর্থনৈতিক পলিসি নয় এ থিম অর্জনে সরকারের সকল কার্যক্রমে অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ এলাকার অগ্রাধিকারের প্রতিফলন থাকা দরকার। এজন্য পার্বত্য, দুর্গম ও নবসৃষ্ট উপজেলাসমূহে পেশাগত দক্ষ, মেধাবী, উদ্যমী কর্মকর্তা পদায়ন আবশ্যক। অথচ পার্বত্য এলাকা বা কোন দুর্গম এলাকায় কোন কর্মকর্তাকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বা উপজেলার অন্য কোন বিভাগীয় পদে পদায়ন করা হলে সেগুলো জনস্বার্থে কর্মকর্তা বদলীর স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় না দেখে কোন প্রশাসনিক বা শাস্তিমূলক পদায়ন (Punishment Posting) হিসেবে দেখার একটি প্রবণতা জনসাধারণ ও কর্মকর্তাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। বাস্তবে Punishment Posting বলতে কিছু না থাকলেও এরূপ ধারণা নিঃসন্দেহে কর্মকর্তাদের মনে এবং দাপ্তরিক কর্মকান্ডে প্রভাব ফেলে, যা কোনভাবেই কাম্য নয়। সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোর মঙ্গল তথা কর্মকর্তাদের নিকট থেকে কাঙ্ক্ষিত সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সকলের মন থেকে এ ভুল ধারণার অবসান ঘটানোর জন্যে

নিম্নবর্ণিত সুপারিশসমূহ পর্যালোচনান্তে উল্লিখিত এলাকায় কর্মকর্তা পদায়নের জন্য একটি আমব্রেলা নীতিমালা প্রণয়নের অনুরোধ জানিয়ে একটি প্রস্তাব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয় (০৩.০৯২.০১৬.০০.০০.০৩৪ (অংশ ৪).২০১৪-১৫৫; তারিখ: ১০.০৪.২০১৭):

১. পার্বত্য, দুর্গম ও নবসৃষ্ট উপজেলাসমূহে তুলনামূলকভাবে দক্ষ, মেধাবী, উদ্যোগী কর্মকর্তাদের পদায়ন করা হয়ে থাকে মর্মে ধারণা তৈরি করা;
২. পার্বত্য, দুর্গম ও নবসৃষ্ট উপজেলাসমূহের শূন্যপদ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পূরণ করা;
৩. পার্বত্য, দুর্গম ও নবসৃষ্ট উপজেলাসমূহের কোন পদ শূন্য রেখে অন্য এলাকার সমপর্যায়ের পদ পূরণ করাকে পদায়নকারী কর্মকর্তার অদক্ষতা হিসাবে গণ্য করা;
৪. প্রশাসনিক প্রয়োজনে বা স্থানীয় কোন সমস্যাকে প্রশমিত করার জন্য ক্রমিক ১ এ উল্লিখিত স্থানের বাইরের কোন কর্মস্থল থেকে কোন কর্মকর্তাকে প্রত্যাহার বা বদলি করতে হলে তাকে কোনক্রমেই এ ধরনের স্থানে বদলি/ পোষ্টিং না দেয়া;
৫. পার্বত্য এলাকার ন্যায় সমতলের দুর্গম ও নবসৃষ্ট উপজেলাসমূহে কর্মরত কর্মকর্তাদের বিশেষ ভাতা ও ভ্রমণভাতা প্রদানের ব্যবস্থা রাখা;
৬. এ ধরনের উপজেলাসমূহে পদায়নের ক্ষেত্রে কর্মকর্তাদের কর্মকালের মেয়াদ ২ (দুই) বছর নির্ধারণ করা;
৭. এ সকল স্থানে কর্মরত থাকাকালে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় বা সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর/ সংস্থার কর্তৃত্বে কর্মকর্তাদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণে প্রেরণের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে প্রত্যেক কর্মকর্তাকে ১ বার বৈদেশিক প্রশিক্ষণে প্রেরণ নিশ্চিত করা অথবা মন্ত্রণালয়/ সংশ্লিষ্ট দপ্তর/ সংস্থার বিদেশগামী কোন দলে মনোনয়ন প্রদানের মাধ্যমে একবার বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করা;
৮. একবার কোন কর্মকর্তা এ ধরনের এলাকায় পূর্ণ মেয়াদ দায়িত্ব পালন করলে তার সম্মতি ব্যতিরেকে কোন পার্বত্য বা দুর্গম এলাকায় পুনরায় পোষ্টিং না দেয়ার বিধান রাখা;
৯. এ সকল স্থানে কর্মরত কর্মকর্তাদের সন্তানদের শিক্ষার প্রয়োজনে কর্মস্থলের বাইরে সরকারি স্কুল কলেজে ভর্তির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখা;
১০. পার্বত্য এলাকা, দুর্গম ও নবসৃষ্ট উপজেলাসমুহে পোষ্টিং প্রাপ্তিতে Prize Posting হিসেবে পরিগণিত করার জন্য মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ দপ্তর/সংস্থার আচরণে পরিবর্তন আনয়ন।

৭. দুর্গম এলাকার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক পদায়নে বিশেষ নীতিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত সুপারিশ:

শুধুমাত্র পার্বত্য জেলাই নয়, চরাঞ্চল, বিল ও হাওর এলাকাও দুর্গম এলাকার মধ্যে পড়ে। এ সকল এলাকার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে বেশীরভাগ সময় শিক্ষক সংকটের কারণে পাঠদানে বিঘ্ন ঘটে। শিক্ষক পদায়ন করা হলেও তারা সেখানে যেতে চায় না। কোনক্রমে দুর্গম এলাকার কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদানে বাধ্য হলেও সুবিধাজনক স্থানে বদলির জন্য তদবির করেন। ফলে দুর্গম এলাকা শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকে। এ সকল এলাকার শিক্ষার হার ও মানকে উন্নত এলাকার পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য নিরবছিন্নভাবে শিক্ষকদের অবস্থান নিশ্চিত করা আবশ্যক। এ সকল বিষয় বিবেচনায় পার্বত্য এলাকাসহ চরাঞ্চল, বিল ও হাওরে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের পদায়নের বেলায় নিম্নলিখিত কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করার প্রস্তাব করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর একটি সুপারিশ প্রেরণ জিআইইউ থেকে প্রেরণ করা হয় (স্মারক নং- ০৩.০৯২.০১৬.০০.০০.০৩৪ (অংশ ৪).২০১৪-২০৪; তারিখ: ০৯.০৫.২০১৭):

১. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পদায়নের জন্য দুর্গম এলাকা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চিহ্নিতকরণ;
২. দুর্গম এলাকায় ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আবাসিক সুবিধা রাখা;

৩. সংশ্লিষ্ট উপজেলায় কর্মরত সকল শিক্ষককে পর্যায়ক্রমে দুর্গম এলাকায় পদায়ন করা। পর্যায় বা সিরিয়াল ভেঙ্গে কোন শিক্ষককে দুর্গম এলাকায় পদায়ন না করা। জ্যেষ্ঠতা বা কনিষ্ঠতা যে কোন ভিত্তিতে এ ক্রম নির্ধারণ করা যেতে পারে;
৪. যে সকল উপজেলার সকল এলাকাই দুর্গম সে সকল উপজেলায় দুর্গমতার মাত্রানুসারে বিদ্যালয়গুলোর ক্রম নির্ধারণ করা;
৫. দুর্গম এলাকায় কোন শিক্ষক তার ৩ বছর কার্যক্রম পূর্ণ করার পর তার পছন্দমত সংশ্লিষ্ট উপজেলার ৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পদ খালি থাকা সাপেক্ষে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পদায়ন করা;
৬. দুর্গম এলাকা বিবেচনায় ভাতার প্রচলন করা;
৭. দুর্গম এলাকায় কর্মরত শিক্ষকদের দেশে/ বিদেশে প্রশিক্ষণে অগ্রাধিকার দেয়া;
৮. অদক্ষতা, অযোগ্যতা বা লুক্কায়িত কোন কারণকে প্রশাসনিক কারণ দেখিয়ে কোন শিক্ষককে দুর্গম এলাকায় বদলি না করা;

৮. পার্বত্য এলাকায় স্বাতন্ত্র্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়নপূর্বক বুনিয়াদী প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্তিকরণ সংক্রান্ত সুপারিশ:

দেশের ৩ টি পার্বত্য জেলার ভাষা, সংস্কৃতি, স্থানীয় সরকার, ভূমি ব্যবস্থাপনা, জীবনযাপন দেশের অন্য জেলাগুলো হতে আলাদা। প্রজাতন্ত্রের সকল বেসামরিক কর্মকর্তার এ সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা আবশ্যক। বিশেষভাবে পার্বত্য জীবন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সঠিক ধ্যান-ধারণা না থাকায় একজন কর্মকর্তাকে যখন চাকরির ক্ষেত্রে প্রথম সেখানে পদায়ন করা হয়, তিনি সে বিষয়গুলোর সাথে খাপ-খাইয়ে নিতে এবং ধারণা লাভে বেশকিছু সময় ব্যয় করেন। ফলে কাজকর্মে প্রশাসনিক গতিশীলতায় বিঘ্ন ঘটে। এ সমস্যা সমাধানে পার্বত্য জেলার ভাষা, সংস্কৃতি, স্থানীয় সরকার, ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে একটি মডিউল প্রণয়নপূর্বক বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের কারিকুলামে অন্তর্ভুক্তকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বরাবর একটি পত্র প্রেরণ করা হয় (স্মারক নং- ০৩.০৯২.০১৬.০০.০০.০৩৪(অংশ-৪).২০১৪-১৪৫; তারিখ: ০৫.০৪.২০১৭)।